দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUN 1997
পৃঃ ৬ কলাম ২

দক্ষিণাঞ্চলের ছয় জেলায় দেড় লক্ষ

শিশু শিক্ষা হইতে বঞ্চিত

বাউফল সংবাদদাতা ॥ দক্ষিণাঞ্চলের ছয়টি জেলায় প্রায় দেড় লক্ষ শিশু শিক্ষার আলো হইতে বঞ্চিত। জেলাগুলি হইতেছে পটুয়াখালী, বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৭ সালের শিশু জরিপ তথ্যে জানা যায়, ছয়টি জেলায় ৬ বৎসর হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত স্কুলে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭০৫। তন্মধ্যে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯৬৪। আদৌ কোন স্কুলে ভর্তি হয় নাই এমন শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৪১। এই বছর গড়ে ভর্তির হার শতকরা ৯০ ভাগ। দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে ১০

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

দক্ষিণাঞ্চলের

(৩য় পৃঃ পর)

ভাগ শিশু আদৌ লেখাপড়া করেনা স্কুলে ভর্তি হয় নাই এই ধরণের শিশুর (সংখ্যা পটুয়াখালীতে ২৬,১৬৮; বরিশালে ২২,৮১৩; ভোলায় ৬৫,১০২; বরগুনায় ৯,৬৬৭; পিরোজপুরে ৮,৮২৫ এবং ঝালকাঠীতে ৩,১৬৬। স্কুলে শিশু ভর্তির হার ভোলা জেলায় সব চাইতে কম। সেখানে ভর্তির হার ৮০ দশমিক ৬৫ ভাগ। ঝালকাঠী জেলায় শিশু ভর্তির হার সবচাইতে বেশী। ঐ জেলায় ভর্তির হার ৯৬ দশমিক ৮২ ভাগ।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দক্ষিণাঞ্চলের ছয়টি জেলায় এই বছর কিছু কর্মসূচী নেওয়া হইয়াছে। গত জানুয়ারীতে শুরু কর্মসূচীর মধ্যে রহিয়াছে শিশু জরিপ, অভিভাবকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া শিশুর স্কুলে না আসার কারণ চিহ্নিত এবং উহার সমাধান নিরুপণ করা। সংশ্লিষ্ট বিভাগ এই বছর শিশু জরিপকালে শিশুদের স্কুলে না আসার যে সমস্ত কারণ চিহ্নিত করিয়াছে তাহা হইতেছে অভিভাবকদের আর্থিক দৈন্য নিরক্ষর অভিভাবকদের অসচেতনতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে রোগাক্রান্ত শিশু। দক্ষিণাঞ্চলের উল্লিখিত জেলাগুলির অধিকাংশই চরবেষ্টিত দুর্গম এলাকা। যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও মান্ধাতা-মলের। শিশুরা খাল বিল নালার উপর নির্মিত ডাঙ্গা বাঁশের সাকো আর কাঠের তৈরী জরাজীর্ণ সেতু পার হইয়া জীবনের ঝুঁকি নিয়া স্কুলে যাইতে চায় না। বিশেষ করিয়া পটুয়াখালী ও ভোলা জেলার চরবেষ্টিত দুর্গম এলাকায় ৮৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবন-যাপন করে। প্রত্যন্ত গ্রামে গরীব শিশুরা অধিকংশই পুষ্টিহীনতায় ভুগিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। রোগাক্রান্ত শিশুরা দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার কারণে স্কুলে ভর্তি হয় না।